বিজিএমইএ আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে প্রশিক্ষণ সনদ ও চাকরির নিয়োগপত্র পাওয়া পঞ্চগড়ের বিলুপ্ত তিনটি ছিটমহলের ২৯ বাসিন্দা ● প্রথম আলো

পোশাকশিল্পের জন্য করপোরেট কর ছাড়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের করপোরেট বা প্রাতিষ্ঠানিক কর কমানোর দাবিটি অবশেষে পূরণ হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সরকার এ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, 'পোশাক খাতের করপোরেট ট্যাক্স যেটি ১০ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছিল, সেটি কমানোর বিষয়ে অর্থমন্ত্রী নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন। আশা করছি, শিগগিরই এটি বাস্তবায়িত হবে।' তবে করপোরেট কর কমিয়ে কত শতাংশ করা হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি তিনি।

বিজিএমইএ কার্যালয়ের অ্যাপারেল ক্লাবে গতকাল সোমবার বিকেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে পঞ্চগড়ের বিলুপ্ত তিনটি ছিটমহলের ২৯ জনসহ ৩০ জনকে প্রশিক্ষণের সনদ ও পোশাক কারখানায় চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়।

পোশাক ও বস্ত্র খাতের তিন সংগঠন—বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএর নেতারা গত ৩১ জানুয়ারি অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আগামী পাঁচ বছরের জন্য করপোরেট কর হার ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনার দাবি জানান। ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের মাধ্যমে গত ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকেই এর কার্যকর চান তাঁরা। ২০২১ সালে দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি পাঁচ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত করতে এ সুযোগটি দরকার বলে মনে করেন নেতারা।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়তে 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট' (এসইআইপি বা সেপ) নামে গত বছর একটি প্রকল্প শুরু করে অর্থ মন্ত্রণালয়। এর অধীনে তিন বছরে বিভিন্ন খাতের

পঞ্চগড়ের বিলুপ্ত তিন ছিটমহলের ২৯ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সোয়েটার কারখানায় চাকরি দিল বিজিএমইএ

জন্য ২ লাখ ৬০ হাজার দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলা হবে। এমনকি নতুনদের পাশাপাশি পুরোনো শ্রমিকেরাও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ পাবেন।

বিজিএমইএর কর্মকর্তারা জানান, সেপের অধীনে বিজিএমইএ পঞ্চগড়ের ওই ৩০ জনকে সোয়েটার নিটিং এবং লিংকিং মেশিন অপারেটিং বিষয়ে এক মাসের প্রশিক্ষণ দেয়। সহযোগিতায় ছিল যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ২৯ জনই পঞ্চগড়ের বিলুপ্ত গাড়াতি, নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহলের বাসিন্দা। মীম সোয়েটারে ৮, ওরিয়েন্টাল উল ওয়্যারে ৭ এবং ওডেসা সোয়েটারে চাকরির জন্য ১৫ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ ভাতা হিসেবে তাঁরা প্রত্যেকে পেয়েছেন ৫ হাজার টাকা।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে জানতে চাইলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাজিরগঞ্জের রাশিদা আক্তার বলেন, 'আমার স্বামী ঢাকায় রিকশা চালায়। ঘরে দুই মেয়ে। স্বামীর রোজগারে তো আর সংসার চলে না। তাই প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। একটা চাকরি পেলে আর অভাব থাকবে না।'

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সনদ ও চাকরির নিয়োগপত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম, সেপ প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক আবদুর রউফ তালুকদার, বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, সহসভাপতি ফারুক হাসান ও মোহাম্মদ নাছির, সাবেক সভাপতি মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ।

বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, পোশাকশিল্পে বর্তমানে ২৫-৩০ শতাংশ দক্ষ শ্রমিকের অভাব আছে। সেপের প্রকল্পের মাধ্যমে সেটি কিছুটা হলেও পূরণ হবে। তিনি বলেন, '২০২১ সালের মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি পাঁচ হাজার কোটি ডলারে নিতে হলে কিছু নীতি সহায়তা দরকার। আমরা গ্যাসের সংযোগ পাচ্ছি না।'

বাণিজ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের একপর্যায়ে বলেন, 'দাবির কোনো শেষ নাই। দাবি একটার পর একটা। এখানে বসলাম, তবু দাবি...গ্যাস-সংযোগ পাচ্ছি না, ক্যাশ ইনসেনটিভ আমরা পাই নাই, এটা ওটা...। ইউরোজোনে রপ্তানিকারকদের জন্য কয়েক দিন আগে আমি বিশেষ প্রণোদনার কথা বলেছিলাম। আসলে আমি নিজেই মনে হয় যেন বিজিএমইএর প্রতিনিধি হয়ে সরকারের মধ্যে কাজ করছি।'